



আলী চাচার দুঃখ (সূরা তুল কাওছার)	১০
মাথা ফাটালো সাকিব (সূরা তুল কাফিরুন)	৪৩
আব্বুর সাথে কাবা ঘরে (সূরা তুন নাসর)	৬২
সাফা পাহাড়ে সালেহ ও শুয়াইব (সূরা লাহাব)	৮৪



আলী চাচার দুঃখ

মারইয়ামের বড় চাচা আলী সাহেবের একমাত্র ছেলে হাসান মারা গেছে। মারা যাওয়ার সময় ছেলেটির বয়স ছিলো মাত্র পাঁচ বছর। মারা গেছে আরো এক সপ্তাহ আগে। কিন্তু আলী চাচার মনে অনেক দুঃখ। আলী চাচা যেন কান্নাকাটি না করেন সে বিষয়ে বুঝাতে মারইয়াম প্রায় প্রতিদিনই তাদের বাসায় যায়। আজও মারইয়াম আলী চাচার বাসায় এসেছে। মারইয়াম দরজার টোকা দিলে আলী চাচা দরজার খুলে দিলেন। মারইয়াম সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকলো।

আলী চাচা বললেন, এসো মা এসো বসো বসো!

মারইয়াম বললো, চাচা আপনি আগে বসুন।



আলী চাচা বসেই আছে। খুব মন খারাপ। একটু পর তিনি বললেন, জানো মা, আমার একটাই ছেলে ছিলো। পাঁচ বছর বয়সেই মারা গেলো। আমার এখন অনেক দুঃখ। কোনো কিছুতেই আমার ভালো লাগছে না!

মারইয়ামের মনটাও একটু খারাপ হয়ে গেলো, সে বললো, দেখুন চাচা, এ সময়ে আপনার উচিত সবর করা। এতো কান্নাকাটি করা ঠিক না। দেখুন, আল্লাহ আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন কিন্তু আমরা একটা পেয়ে অন্যগুলো ভুলে যাই, যা ঠিক নয়। এই যে আল্লাহ আমাদের চোখ দিয়েছেন, কান দিয়েছেন, মুখ দিয়েছেন, নাক দিয়েছেন, হাত দিয়েছেন, পা দিয়েছেন আরো অনেক কিছুই দিয়েছেন। এই যে আল্লাহ বাতাস দিচ্ছেন, এটা যদি আল্লাহ বন্ধ করে দেন আমরা মরেই যাবো! জানেন চাচা প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনজন ছেলে ছিলো। তারা তিনজনই ছোট থাকতে মারা যায়। এরপর মক্কার খারাপ লোকেরা তাকে অনেক খারাপ খারাপ কথা বলতে শুরু করে। এ বিষয়ে কুরআনে একটি সূরাও আছে। [১]



আলী চাচা অবাক হয়ে বললেন, কী বলো মারইয়াম! নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে ছিলো! আর তারা তিনজনই ছোট থাকতে মারা যায়!?

উত্তরে মারইয়াম বললো, হ্যাঁ চাচা! যে সূরাটির কথা বলছিলাম সেটি হলো সূরা তুল কাওছার। এ সূরা নিয়ে আমি আপনার সাথে আজকে গল্প করবো ইন শা আল্লাহ। আমার মনে হয় আপনার ভালোই লাগবে!

আলী চাচা কিছু সময় চুপ থাকার পর বললো, আচ্ছা তুমি বলো মা!

মারইয়াম এবার তাঁর গল্প বলা শুরু করলো, সে বললো, চাচাজান, এ সূরাতে তিনটি আয়াত আছে। প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিনজন ছেলের কোনো একজন মারা গেলে এ সূরাটি নাযিল হয়।

কৌতুহলের সুরে আলী চাচা বললেন, সেই তিন ছেলের নাম কী মারইয়াম?

উত্তরে মারইয়াম বললো, তিন ছেলের নাম হলো কাসিম, আব্দুল্লাহ ও ইবরাহীম। [২]

সূরা তুল কাওছারের প্রথম দু'ই আয়াতে বলা হয়েছে,

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

○+

+○
+



কেউ বলেছেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী হওয়াটা, কুরআন পাওয়াটা এবং আখিরাতে পুরস্কার পাওয়া এগুলো হলো কাওছার।

কেউ বলেছেন, জান্নাতে একটি নদী আছে যার নাম কাওছার, কাওছার মানে হলো সেই কাওছার নদী।



জান্নাত তো কারো কল্পনায়ও আসবে না; এটি শুধুই প্রতীকী ছবি



সাহাবী উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,
“ঐ পাখি তো নাদুস-নুদুস!”

আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
“ঐ পাখি যে খাবে সে তো আরো বেশি
নাদুস-নুদুস।” [৩]

প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

“কাওছার জান্নাতের একটি নদী। যার দুই পাশ
সোনার। যা মুক্তা ও ইয়াকুতের উপর বহমান। তার
মাটি মিশ্কের চেয়েও ভালো। তার পানি মধুর
চেয়েও মিষ্টি এবং বরফের চেয়েও সাদা।” [৪]



মুক্তা ও ইয়াকুত খুব দামী পাথর। মুক্তা থাকে সাগরের ঝিনুকের
মাঝে। দেখতে খুব সুন্দর। আর মিশ্ক হলো এক ধরনের সুগন্ধি।



মারইয়ামের গল্প আলী চাচার ভালোই লাগছে, এবার তিনি বললেন, ও এই তাহলে কাওছার নদী! আচ্ছা মারইয়াম, শুনেছি এই কাওছার নদী থেকে একটা হাউয়ের মধ্যে নাকি পানি চলে আসবে। সেই হাউয়টা নাকি কিয়ামতের ময়দানে থাকবে? এসব কথা কি সত্যি?



উত্তরে মারইয়াম বললো, ঠিক শুনেছেন চাচা! এই হাউয়কে আমরা এক রকম বড় ট্যাংকিও বলতে পারি।

প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই হাউয়ের বিষয়ে বলেছেন,

“দু’টি খাল কেটে এনে তাতে ফেলা হবে এবং খাল দু’টি জান্নাত থেকে প্রবাহিত হবে। দু’টি খালের একটি সোনার আর আরেকটি রূপার।” [৫]

যুদ্ধে জেতার পর যাদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে সেসব হেরে যাওয়া লোকেরা তো অনেক মাল ফেলে যেতো, তাদের থেকে যেই মাল পাওয়া যেতো তাকেই বলে গনীমতের মাল। আগের নবীরা যখন আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতো তখন জিতে যাওয়ার পর এই গনীমতের মাল তারা নিতে পারতেন না। শুধু আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই এই গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। তিনি এই গনীমতের মাল নিতে পারতেন।

এই গনীমতের মাল যে আগের নবীরা নিতে পারতেন না তা নিয়ে একজন নবীর সুন্দর একটি গল্প রয়েছে। চাচা জানেনই তো, মুসলিমরা যে তিনটি মাসজিদকে বেশি সম্মান করে থাকি তাঁর একটি হচ্ছে ফিলিস্তিনে অবস্থিত মাসজিদুল আকসা। [৯]

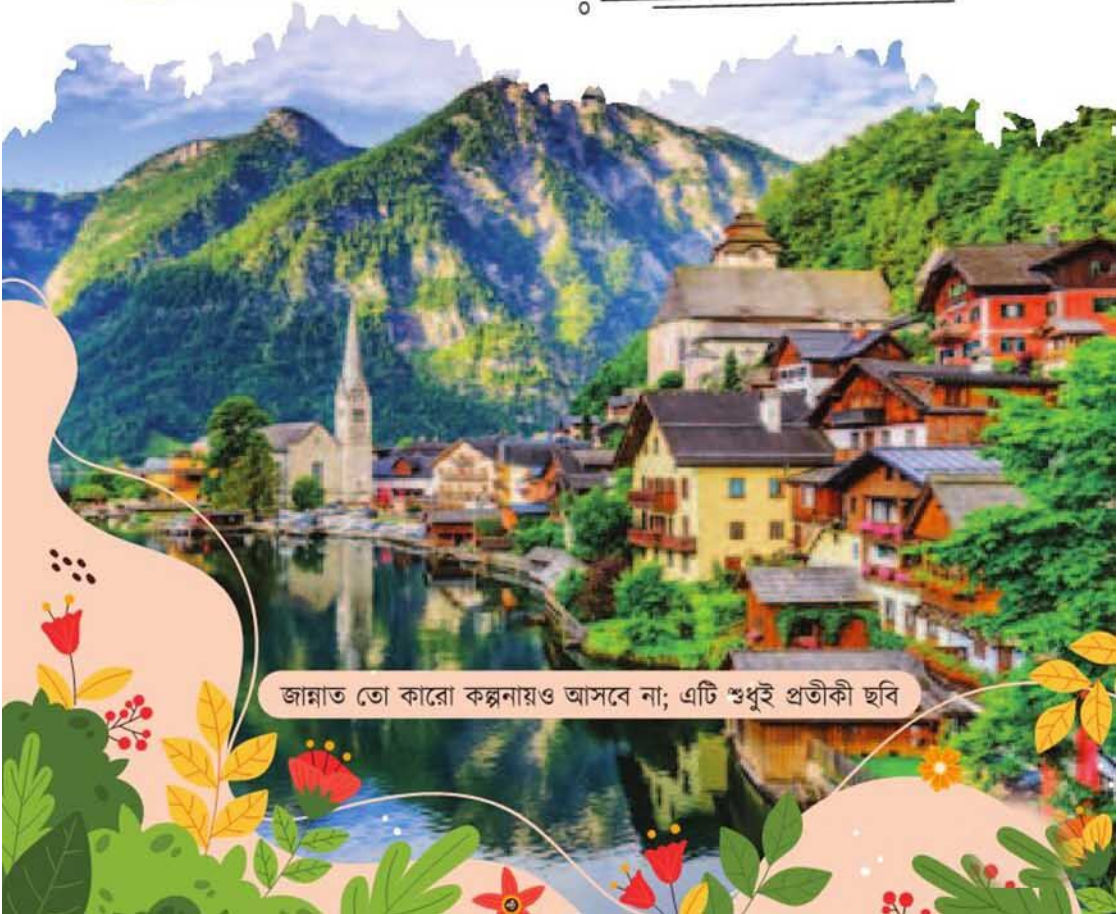


ওহ চাচা! আরেকটা কথা তো বলাই হয়নি, যারা বাচ্চা বয়সে
মারা যায় তারা মারা যাওয়ার পরপরই কোথায় যায় জানেন?

আলী চাচা বললেন, না তো মারইয়াম, আমি ঠিক জানি না।

এবার মারইয়াম বললো, এ বিষয়ে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“মুসলিমদের বাচ্চাদেরকে জান্নাতের একটি পাহাড়ে
ইবরাহীম ও সারাহ (আলাইহিস সালাম) লালন-পালন
করেন। শেষে কিয়ামতের দিন তাঁরা বাচ্চাদেরকে
তাদের বাবা-মার কাছে দিয়ে দিবেন।” [২৪]



জান্নাত তো কারো কল্পনায়ও আসবে না; এটি শুধুই প্রতীকী ছবি

চাচা, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে মেয়েদের নিয়ে সুন্দর একটি কবিতা পারি আমি। এটি চাইলে সহজেই আমরা মুখস্ত করে নিতে পারি ইন শা আল্লাহ।

কবিতার নামঃ

মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে মেয়ে

লিখেছেন তানবীর হাসান বিন আব্দুর রফীক

নবীজির তিনটি ছেলে কাসিম, আব্দুল্লাহ
আর ইবরাহিম, বড় হয়ে বেঁচে কেউ ছিলো না।
নবীজির চারটি মেয়ে যাইনাব, রুকাইয়াহ
তাঁর পরে উম্মে কুলছুম ছোট যে ফাতিমাহ।
কাসিম হলো সবার বড় তারপরে চার মেয়ে।
আব্দুল্লাহ, ইবরাহিম ছোট তাঁদের চেয়ে। [৩৩]

আলী চাচা খুশিতে বলে উঠলেন, মা শা আল্লাহ! মা শা আল্লাহ!